দৈনিক ইত্তেফাক

24 JUL 200

স্নাতকোত্তর চিকিৎসা কোর্সে ভর্তিতে অনিয়ম দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছে

ডীন অপসারিত ● তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ

॥ আবুল খায়ের ॥

স্নাতকোত্তর চিকিৎসা কোর্সে বিগত দিনে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের মধ্য দিয়ে অযোগ্য ডাক্তারদের ভর্তি করা হয়েছে। শত শত মেধাবী চিকিৎসক স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। লাখ লাখ টাকার বাণিজ্যের মিশন নিয়ে ড্যাব ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (বিএমএ) একাংশের নেতা সব নিয়ম উপেক্ষা করে অযোগ্য ডাক্তারদের এ কোর্সে ভর্তি করিয়েছেন। দেশে ৪টি মেডিক্যাল কলেজ ও একটি ডেন্টাল কলেজে স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি। ইতিমধ্যে তিনজন অধ্যাপকের (চিকিৎসক) বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে আইনী ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। স্নাতকোত্তর চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গবেষণা অনুষদের ডীনের পদ থেকে ডা. তাফায়েল আহমেদকে অপসারণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে ২/১ দিনের মধ্যে অভিযুক্ত তিন অধ্যাপকের তালিকা দুদকে পাঠানো হবে বলে একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানান।

সূত্র জানায়, জোট সরকারের আমলে দেশে ৫টি মেডিক্যাল কলেজে স্নাতকোত্তর কোর্সে অযোগ্য ও দলীয় বিবেচনায় ক্যাডার মার্কা চিকিৎসকরাই নির্বাচিত হয়েছেন। ঐ সময় দলীয় বিবেচনায় ও ভর্তি বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রকাশ্যে অযোগ্য ডাক্তাররা স্নাতকোত্তর কোর্সে সুযোগ পেয়েছেন।

স্নাতকোত্তর ভর্তি পরীক্ষায় দুর্নীতির বিষয়ে তদন্ত কমিটির সামনে বক্তব্য প্রদানকালে বিএমএ'র সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ডা. রশিদ-ই-মাহবুব (২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

স্নাতকোত্তর চিকিৎসা

(প্রথম পৃঃ পর)

ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডক্টরস এসোসিয়েশনের মহাসচিব ডা. রাকিবুল ইসলাম লিটু বলেন, স্নাতকোত্তর কোর্স খোলার আগে ঐ মেডিক্যাল কলেজগুলোতে উপযুক্ত শিক্ষক ও যন্ত্রপাতিসহ শিক্ষা উপকরণের অভাব ছিল। ঐ সময় ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে ৫টি স্নাতকোত্তর কোর্সে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজনীয় শিক্ষকও ছিল না। কোন প্রকার উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ ছাড়া ও ভর্তির ব্যাপারে দলীয় অনুগতদের সুযোগ দেয়ার জন্য তড়িঘড়ি করে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়। ২০০২ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে জেনারেল সার্জারি বিভাগে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়নি। অথচ রেজাল্ট শিটে ঐ বিভাগে ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে অপেক্ষমাণ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে গাইনি (অবস) বিভাগে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই রেজাল্ট শিটে ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে উত্তীর্ণ দেখানো হয়েছে।